DEC. 07 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতি

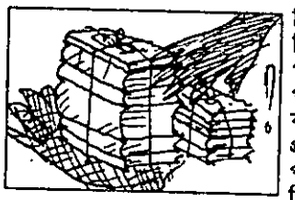

শিক্ষাখাতে বিরাজমান ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের তাগিদ দিয়ে বিশ্বব্যাংক বলেছে, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতির কারণে শিশুরা পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বার বার অশান্ত হয়ে উঠছে দলীয় রাজনীতির প্রভাবে। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া বিশ্বব্যাংকের একটি নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবনা বা প্রেসক্রিপশনে দেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এ তাগিদ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে ১৯টি মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামীতে করণীয় সম্পর্কে এ ধরনের প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রণীত বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, সন্ত্রাস-সংঘর্ষ শিক্ষাঙ্গনে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন বিষয়ে প্রেসক্রিপশন আগেও দিয়েছে। এবারও দিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তারা এসব বলে আমাদের অবস্থা দেখে, আমাদের দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনা আছে বলেই বলার সুযোগ পায় তারা। শিক্ষাঙ্গন এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে যে কথা তারা বলেছে, তা কি অস্বীকার করা যাবে? পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সমস্যা তো একেবারে নতুন নয়। গত বছর এ ব্যাপারে যে পরিস্থিতি হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়েছে। এমন অবস্থাও হয় যাতে বছরের অর্ধেক পার হলেও কোন কোন বিষয়ের বই অনেক ছাত্রের হাতে পৌঁছে না। বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের বই বিতরণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা শোনা গেছে। কখনও কখনও শোনা গেছে, বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রি হওয়ার কথাও।

এবারেও ব্যাপক তোড়জোড় সত্ত্বেও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সব পাঠ্যপুস্তক যাওয়ার সম্ভাবনা কম। গত পরশু জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি বই ছাপার জন্য এখনও পর্যন্ত বরাদ্দপত্রই দেয়া হয়নি।

আমরা বলি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই শিক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে যেটা জরুরী সেটা বই। সেই বই নিয়ে প্রায় প্রতি বছর সৃষ্ট একই ধরনের সমস্যাগুলো দূর করা কতখানি জরুরী তা নতুন করে না বললেও চলে। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার অগ্রগতির এই যুগে আমাদের দেশের বহু শিশু-কিশোরকে বই ছাড়া অনেকদিনই স্কুলে যেতে হয়, এটি অত্যন্ত পরিতাপেরই কথা।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবছরই যেসব সমস্যার কথা শোনা যায়, সেগুলোর সমাধান কি অসম্ভব? এ ব্যাপারে করণীয়গুলো কি আরও আগেভাগে শুরু করে যথাসময়ে সব কাজ সম্পন্ন করা যায় না?

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এর পিছনে যে লক্ষ্য তা হচ্ছে, দেশের সকল নারী ও পুরুষকে উৎপাদনশীল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা। দেশের সব ছেলেমেয়ে যাতে স্কুলে পড়তে যায়, বিনামূল্যে স্কুল ছাত্রদের বই দেয়ার উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু শিক্ষাবর্ষের সূচনায় যদি ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই না পৌঁছে, তাতে শিক্ষাক্রমই বিঘ্নিত হয়। অনেকের মতে, অভিভাবকদের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের অবস্থা এবং যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে না পৌঁছানোর ব্যাপারটি ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হারও খানিকটা বৃদ্ধির পেছনে কাজ করছে। আমরা মনে করি, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো দূর করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের কাজকে সুষ্ঠু ও সাবলীল করে তুলতে হবে। শিক্ষাবর্ষের সূচনাতেই যাতে সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে তার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকল অনিয়ম-দুর্নীতি-অব্যবস্থা দূর করতে হবে। এটাই জাতীয় স্বার্থসম্মত।